ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৩৯৪
মোহনপুর, ১৭ আগস্ট, ২০২৫

সিআরপিএফ'র গ্রুপ সেন্টারে রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী
রক্তদানের পাশাপাশি দেহদান, অঙ্গদানেও জনগণকে সচেতন করতে হবে

স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন গণজাগরণের রূপ পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, সংগঠন স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। আমরা অন্নদান, বস্ত্রদানের মতো অনেক সামাজিক কাজ করি। তবে রক্তদান সবকিছুর উর্দ্ধে। মোহনপুরের আদরনি টি অ্যাস্টেটস্থিত সিআরপিএফ-এর গ্রুপ সেন্টারে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলা এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ৫১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সদস্য সঞ্জীব দত্ত মরনোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রক্ত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়না। রক্তদানের মাধ্যমেই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা প্রয়োজন। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আরও বাড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিআরপিএফ আমাদের দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করছে। তারা রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচি পালনেও এগিয়ে আসছেন। এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তিনি সিআরপিএফ এবং রোটারি ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রক্তদানের পাশাপাশি দেহদান, অঙ্গদানেও জনগণকে সচেতন করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের আত্মবলিদানে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের সবসময় স্মরণ করতে হবে। শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন সিআরপিএফ'র ত্রিপুরা সেক্টরের আইজিপি বিমল কুমার বিষ্ট, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ-র ডিআইজিপি ওয়াই কে রাজপুত, ডিআইজিপি হেনজেং প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সভাপতি ড. দামোদর চ্যাটার্জি। সবাইকে ধান্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সচিব ঝুমুর বণিক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সিআরপিএফ-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

*****